টাকার সংকট মেটাতে ভ্যান ছিনতাই করে চালককে হত্যা তিন আসামী

চুয়াডাঙ্গার ভালাইপুর গ্রামের ভ্যানচালক আলমগীর হোসেন আলম (৪১) হত্যা মামলার মূল রহস্য উন্মোচন ও হত্যার ঘটনায় জড়িত তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আর্থিক সংকটে থাকায় হত্যা করে ভ্যান ছিনতাই করে বলে পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে আসামিরা। হত্যার পর ছিনতাই হওয়া ভ্যানটি উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার (১২ ডিসেম্বর) বিকালে চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন- আলমডাঙ্গা শিবপুর গ্রামের সবেদ আলীর ছেলে জিনারুল হক, আলমডাঙ্গা আইন্দিপুর গ্রামের মৃত হাফিজুলের ছেলে ইমরান (২৪), আলমডাঙ্গা আইন্দিপুর গ্রামের মনির উদ্দিনের ছেলে মাসুম (২০)।

প্রেস ব্রিফিংয়ে পুলিশ জানায়, আলমডাঙ্গা ভালাইপুর গ্রামের মৃত আব্দুস সাত্তারের ছেলে আলমগীর হোসেন পেশায় ভ্যানচালক ছিলেন। গত ২ অক্টোবর রাতে মোটরচালিত পাখিভ্যান নিয়ে বের হয়ে আর বাড়ি ফেরেনি। ফিরে না আসায় আলমগীরের মোবাইল ফোনে কল দিলেও মোবাইল ফোনটি বন্ধ পাওয়া যায়। খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে গত ৪ অক্টোবর সকালে আইন্দিপুর গ্রামের ছাতিয়ানতলা মাঠে ভাইমারা খালে কচুড়িপানার নিচে আলমগীরের মরদেহ দেখতে পায় আলমগীরের পরিবার।

এঘটনায় আলমগীরের মা জহুরা খাতুন বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা আসামিদের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। এরপর, পুলিশের একাধিক টিম ঘটনার মূল রহস্য উদ্ঘাটনে মাঠে নামে। গত ২০ অক্টোবর সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি থানার বড়দল এলাকায় অভিযান চালিয়ে ইমরান ও মাসুম নামে দুইজনকে গ্রেফতার করে গোয়েন্দা পুলিশ। এরপর গতকাল ১১ ডিসেম্বর ঘটনার সাথে জড়িত মূলহোতা জিনারুল হককে মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া থানা এলাকা হতে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাদেরকে আদালতে সোপর্দ করলে আসামীরা বিজ্ঞ আদালতে স্বেচ্ছায় দোষ স্বীকার করে জবানবন্দি প্রদান করে।

আসামীরা জানায়, আসামীরা তিনজন আর্থিক সংকটে থাকায় ভ্যান ছিনতাইয়ের পরিকল্পনা করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা ভালাইপুর থেকে ৩হাত নাইলনের রশি কিনে আলমগীরের ভ্যান ভাড়া নিয়ে বড়গাংণীর উদ্দেশ্য রওনা হয়। পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক ভ্যান থামাতে মাসুম ইচ্ছাকৃতভাবে তার পায়ের স্যান্ডেল ফেলে দেয়। ভ্যান থামালে জিনারুল চালকের জামার কলার ধরে নিচে নামিয়ে ধস্তাধস্তি করে গর্তে ফেলে দেয়।

একপর্যায়ে নিস্তেজ হয়ে পড়লে তার গলায় রশি পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা নিশ্চিত করে। এরপর মরদেহ রাস্তা পার করে খালের কচুড়িপানার নিচে লুকিয়ে রাখে। ছিনতাই করা পাখিভ্যানটি ৪৮ হাজার টাকায় বিক্রয় করে তিনজন প্রত্যেকে ১৬ হাজার টাকা করে সমান ভাগ করে নেয়।

দর্শনায় সাবেক ইউপি সদস্য আবু সালেসহ গ্রেফতার ৪

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দোস্ত গ্রামে দর্শনা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে নিয়মিত মামলার সাবেক ইউপি সদস্য আবুসালেসহ ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে।

জানাগেছে, আজ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে অভিযান চালায় দোস্ত গ্রামে। এ সময় দর্শনা থানার পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে নিজ নিজ বাড়ি থেকে ৪ জনকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত হলো দর্শনা থানার দোস্ত গ্রামের বসতি পাড়ার বাবু ছেলে ইমন (২৮) সাবেক বেগমপুর ইউনিয়নের ইউপি সদস্য অজিত কাজীর ছেলে আবু সালেহ (৫০) আবু সালের ছেলে তুষার (২৫) ও তুহিন (২৭) কে গ্রেফতার করেছে। আজ তাদের ৪ জনকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করেছে।

ঝিনাইদহে দাফনের ৬১ দিন পর স্কুল ছাত্র সোহানের লাশ উত্তোলন

লাশ দাফনের ৬১ দিন পর আদালতের নির্দেশে ঝিনাইদহে সোহান (১৪) নামে এক স্কুলছাত্রর লাশ উত্তোলন করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার সকালে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেট মেফতাহুল হাসানের নেতৃত্বে ডিবি পুলিশ সদর উপজেলার নগরবাথান গ্রামের একটি কবরস্থান থেকে সোহানের লাশ উত্তোলন করে। সোহান ওই গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে। গত ১৮ সেপ্টম্বর ঢাকায় রহস্যজনক মৃত্যু হয় সোহানের। ২১ সেপ্টম্বর ময়না তদন্ত ছাড়াই তড়িঘড়ি করে সোহানের লাশ একটি মহল ঝিনাইদহের নগরবাথান গ্রামে দাফন করে।

লাশ দাফনের পর সোহানকে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রচার হলে ঝিনাইদহ সদর ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে তার পিতা শহিদুল ইসলাম ৮জনকে আসামী করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

আদালত মামলাটি তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ ডিবি পুলিশকে দায়িত্ব দেন। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই শরীফ লাশ উত্তোলন করে ময়না তদন্তের জন্য আবেদন করলে ঝিনাইদহ সদর আমলি আদালতের বিচারক তা মঞ্জুর করেন।
সোহানের মা সুন্দরী খাতুন অভিযোগ করেন, তার ছেলেকে ডেকে নিয়ে হত্যা করেছে নগরবাথান গ্রামের আব্দুল আজিজের ছেলে সাকিব (২৭)। জমিজমা নিয়ে বিরোধের জের ধরে এই হত্যাকান্ড ঘটানো হয়।

মামলার বাদী শহিদুল ইসলাম জানান, চলতি বছরের ১৮ সেপ্টেম্বর সাকিব ও তার অজ্ঞাত বন্ধুরা সোহানকে ঘুরতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে ঢাকার পূর্বাচলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। ঘটনার দিন বিকাল সাড়ে পাঁচটার দিকে শহিদুল ইসলাম ছেলেকে বাড়িতে ফেরার জন্য ফোন করলে সোহান জানায়, সে খুব ঝামেলায় আছে। এরপর সোহানের পিতা সাকিবকে ফোন করে। এ সময় ফোন ধরে সাকিব গালিগালাজ করে মোটা অংকের টাকা দাবি করে। ঘটনার কিছুক্ষণ পর রাজধানী ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে

সোহানের পিতাকে ফোন করে জানানো হয় সোহান হাসপাতালে।

খবর পেয়ে সোহানের পিতা হাসপাতালে গিয়ে দেখতে পান সাকিবের দুই ফুফু ডায়রি খাতুন ও আরজিনা খাতুন সেখানে উপস্থিত। সোহানের পিতা আরও অভিযোগ করেন, হাসপাতালে থাকতেই সাকিবের পিতা আব্দুল আজিজ তাকে ফোন করে কোন ঝামেলা না করার জন্য হুমকি দেন তার মোবাইল ফোনে।

এছাড়াও সাকিবের ফুফা আরব আলী তাকে শিখিয়ে দেন পুলিশ গেলে আমি যেন তাদের বলি সোহান দুর্ঘটনায় মারা গেছে।
গ্রামবাসি জানায়, আসামী সাকিবের ফুফু ডায়রি খাতুন ও আরজিনা ঢাকায় মানুষের দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিক্রির ব্যবসা করে। এই অপকর্ম করে তারা ইতিমধ্যে ঢাকা ও ঝিনাইদহ শহরের একাধিক স্থানে বহুতল ভবন তৈরী ও জায়গা জমি কিনেছেন।

এ বিষয়ে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ঝিনাইদহ গোয়েন্দা বিভাগের এসআই শরীফ জানান, আদালতে এ নিয়ে একটি হত্যা মামলা হয়েছে। ফলে আদালতের নির্দেশে লাশ উত্তোলন করে ময়না তদন্ত করা হচ্ছে। ময়না তদন্তের পর বোঝা যাবে মৃত্যুর সঠিক কারণ।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লা-আল মামুন জানান, আমি আদালতের মাধ্যমে জানতে পারি সোহানের পিতা ৮জনকে আসামী করে ঝিনাইদহ আদালতে হত্যা মামলা দায়ের করেছে। আদালত মামলাটি তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ ডিবি পুলিশকে দায়িত্ব দেন।

এরই অংশ হিসাবে বৃহস্পতিবার সকালে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেট মেফতাহুল হাসানের নেতৃত্বে ডিবি পুলিশ সদর উপজেলার নগরবাথান গ্রামের একটি কবরস্থান থেকে সোহানের লাশ উত্তোলন করেছে। আর এটা সম্পূর্ণ আদালতের বিষয় এখানে আমার বলার কিছু নেই। এটা আদালতেই বিচার হবে।

গাংনীতে ফেনসিডিলসহ স্কুল শিক্ষক আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে ১৫ বোতল ফেনসিডিলসহ স্বপন আলী নামের এক স্কুল শিক্ষককে আটক করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (১২ ডিসেম্বর) সকালে গাংনীর বামন্দী ইউনিয়নে নিশিপুর সড়কে তাকে আটক করা হয়। এসময় শিক্ষক স্বপন আলীর মোটরসাইকেল তল্লাশী করে ১৫ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে পুলিশ। আটককৃত স্বপন আলী ভবানীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ও কাজীপুর গ্রামের মৃত নবীর উদ্দিনের ছেলে।

গাংনী থানা পুলিশের এএসআই কালাম বলেন, বামন্দী নিশিপুর এলাকায় ফেনসিডিল পাচার হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে নিশিপুর এলাকা থেকে ফেনসিডিলসহ তাকে আটক করা হয়। এসময় ১৫ বোতল ফেনসিডিল ও পাচার কাজে ব্যবহৃত মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ বাণী ইসরাইল আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আটককৃত স্বপন আলীকে মাদক মামলা দায়ের পূর্বক আদালতে প্রেরন করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় ট্রান্সফরমার চুরির মামলায় আটক ১

দামুড়হুদায় ট্রান্সফরমার চুরির মামলায় আজগর আলী নামে ১ জনকে আটক করা হয়েছে। আজ বুধবার (১১ ডিসেম্বর) দুপুর ১টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের হুদাপাড়া গ্রামবাসী তাকে আটক করে।

পরবর্তীতে আটকের বিষয়টি দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবীরকে জানানো হলে কার্পাসডাঙ্গা ফাঁড়ি ইনচার্জ এস আই নিয়ামুল তাকে কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের হুদাপাড়া গ্রাম থেকে আটক করে দামুড়হুদা মডেল থানায় নিয়ে আসে।

আটককৃত এজাহার নামীয় ১ নং আসামি হল কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের শিবনগর গ্রামের মৃত আজমত আলীর ছেলে আজগর আলী (৩৫)।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের শিবনগর গ্রামের আলিহিম মন্ডলের ছেলে সাইফুল ইসলাম (৫১), বাদী হয়ে দামুড়হুদা থানাধীন শিবনগর মৌজাস্থ সেজোতলার মাঠ, শিবনগর হতে ০৬ (ছয়) টি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারের মধ্যে থাকা তামার কয়েল সহ অন্যান্য যন্ত্রাংশ, মূল্য আনুমানিক ৪,০৫,০০০/- (চার লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা চুরি করার অপরাধ উল্লেখ করে এজহার নামীয় ধৃত ১। নং আসামি আজগর আলীসহ ৭ জনের নাম উল্লেখ্য করে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি এজহার দায়ের করেন।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবীর বলেন ট্রান্সফরমার চুরির মামলায় এজাহার নামীয় ১ নং আসামি আজগর আলীকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাকে আগামীকাল বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হবে।

দর্শনায় যৌথ বাহিনীর হাতে ফেনসিডিল ব্যবসায়ী ও ডাকাত শাহাবুল গ্রেফতার

দর্শনার ফেনসিডিল ব্যবসার গড-ফাদার ও দুঃধর্ষ ডাকাত শাহাবুল হোসেন যৌথ বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়েছে। দর্শনা মেমনগর বাগদী পাড়ার গোলজার হোসেনের ছেলে চোরাচালান, ডাকাতিসহ বিভিন্ন অপকর্মের হুতা শাহবুল ইসলাম (৪৩) কে যৌথবাহিনী আটক করেছে।

আজ বুধবার (১১ ডিসেম্বর) দুপুর ২টার দিকে তাকে গ্রেফতার করে দর্শনা থানায় সোর্পদ করেছেন। শাহাবুলের বিরুদ্ধে দর্শনা ও দামুড়হুদা মডেল থানায় ১০টি মামলা রয়েছে বলে দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ শহীদ তিতুমীর জানান।

কি মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, দর্শনা পরানপুর গ্রামের জহিরউদ্দীন জোয়াদ্দারের ছেলে রবিউল

ইসলামের করা মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক আইনে মামলা দেওয়া হয়েছে বলে জানান দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ শহীদ তিতুমীর।

কোটচাঁদপুরে প্রাইভেট কার ও চোর চক্রের এক সদস্য আটক, ৪টি ছাগল উদ্ধার

অবশেষে জনতার হাতে ধরা পড়েছে চোরাই ছাগলসহ সেই প্রাইভেট কারটি। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে কোটচাঁদপুরের সাবদারপুর মকছেদ মোড় থেকে তাদেরকে আটক করা হয়। ওই ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে।

জানা যায়, গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে কোটচাঁদপুর সিনেমা হল পাড়া থেকে দুইটি ছাগল চুরি করে পালানোর সময় দেখতে পান ছাগলের মালিক সুমি খাতুন। এ সময় তিনি পাশের বাড়ির বাঁধন রাজবীর (নিশু)কে ঘটনাটি বলেন। এরপর নিশু তাঁর মটর সাইকেল নিয়ে ধাওয়া করেন প্রাইভেট কারটিকে। চোরেরা ধাওয়া খেয়ে বেশ কয়েক বার নিশুকে ফেলে দেবার চেষ্টা করেন । এরপরও প্রাইভেট কারটি ধরতে সে ছিল নাছোড় বান্দা। অবশেষে জনতার সহায়তায় কোটচাঁদপুর সাবদারপুর মকছেদ মোড় থেকে প্রাইভেট কারটি আটকাতে সক্ষম হন নিশু।

এ সময় বাবু মন্ডল নামের একজনকে আটক করতে পারলেও পালিয়ে যান অনিক নামের আরেক চোর। প্রাইভেট থেকে উদ্ধার হয় চোরাই ৪ টি ছাগল। পরে সাবদারপুর পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) রফিকুল ইসলামের কাছে তাদেরকে হস্তান্তর করা হয়। বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানায় মামলা হয়েছে। মামলা নাম্বার ৪, তারিখ-১০-১২-২৪। এর আগে এই চোর চক্র কোটচাঁদপুরের নওদাগ্রামের মশিয়ার রহমানের ছাগল চুরি করে নিয়ে যান। এ ছাড়া সম্প্রতি কোটচাঁদপুর সিনেমা হল পাড়া থেকে চুরি করেন আরো দুইটি ছাগল। যা ধরা পড়েছে সিসি টিভি ফুটেছে। চুরি করেছেন সাবদারপুর মকছেদ মোড়ের মফিজুর ও সুজনের ৩ টি ছাগল।

বিষয়টি নিয়ে সুজন হোসেন বলেন, কয়েকদিন হল আমার ১ টা ছাগল ও

পাশের মফিজুরের ২ টি ছাগল চুরি করে নিয়ে যায় এভাবে প্রাইভেট কারে করে। ওই প্রাইভেট কারের নাম্বার আর ধরা পড়া প্রাইভেটের একই নাম্বার বলে দাবি তাঁর।

তিনি বলেন, চোর চক্র দীর্ঘদিন ধরে এভাবে প্রাইভেটে করে এলাকায় চুরি আসছেন। তারা গাড়ি নাম্বার ঠিক রেখে পরিবর্তন করে গাড়ি। যে কারনে তারা মানুষের নজরে আসে না। ফলে চোর চক্র নির্বিঘ্নে তাদের চুরি কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল এলাকায়। গতকাল মঙ্গলবার তাদেরকে ধরার পর বেরিয়ে পড়েছে প্রাইভেট দিয়ে ছাগল চুরির আদ্যপান্ত। তারা ওই চোর চক্রের দৃষ্টান্ত মু্লক শাস্তি চান।

বাঁধন রাজবীর নিশু বলেন, এর আগে আমাদের ওই পাড়া থেকে প্রাইভেটে করে ছাগল চুরি করে নিয়ে যান। গতকাল মঙ্গলবার ছাগল চুরি ঘটনা দেখতে পান ছাগলের মালিক। তারপর আমাকে বললে আমি প্রাইভেট কারটি ধাওয়া করে কোটচাঁদপুরের মকছেদ মোড় থেকে জনতার সহায়তায় আটকাতে পারি। আমি প্রাইভেট কারটি ধাওয়া দেয়ার সময় তারার আমার বেশ কয়েক বার ফেলে দেবার চেষ্টা করেন। তারপরও আমি জীবনের ঝুকি নিয়ে মানুষের উপকারের জন্য চোর ধরার চেষ্টাটা করেছিলাম।

বাঁধন রাজবীর নিশু কোটচাঁদপুর পৌর ছাত্র দলের আহবায়ক বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও কোটচাঁদপুরের সাবদারপুর পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) রফিকুল ইসলাম, জনতা চোর ধরে আমাদের খবর দেন। আমরা তাদেরকে হেফাজতে নিয়ে কোটচাঁদপুর থানায় হস্তান্তর করেছি। পরে ওই ব্যাপারে মামলা হয়েছে। মামলা নাম্বার ৪। ওই মামলায় দুই জনকে আসামী করা হয়েছে। যার রয়েছে মধ্যে বাবু মন্ডল(৫৫)। সে কালিগঞ্জের আড়পাড়া গ্রামের মহাসিন আলীর ছেলে।

অন্যজন অনিক হোসেন। সে যশোরের বাসিন্দা। তবে বর্তমানে অনিক পলাতক রয়েছে। তিনি আরো বলেন, মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্ত শেষে বলা সম্ভব হবে এর সঙ্গে আর কারা জড়িত আছেন। বর্তমানে উদ্ধার হওয়া প্রাইভেট কার ও ছাগল ৪ টি থানা হেফাজতে রয়েছে বলে জানিয়েছেন ওই কর্মকর্তা।

ঝিনাইদহের “সমাধান ফাউন্ডেশনের” চেয়ারম্যান আটক

যুবক-যুবতিদের নিকট থেকে কাজের প্রলোভন দিয়ে ৪৬ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়ে পালানোর সময় প্রশাসনের হাতে আটক হয়েছে ঝিনাইদহের সমাধান ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান খন্দকার মেহেদি হাসান। চুয়াডাঙ্গায় থেকে ৭৪ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়ে পালানোর পর ঝিনাইদহে ঘাঁটি গেঁড়েছে এই প্রতারণা মুলক প্রতিষ্ঠানটি। ইতিমধ্যে ঝিনাইদহের ৬ উপজেলা থেকে প্রায় দেড়’শ যুবক-যুবতীর কাছ থেকে ৩০ হাজার ৫শ টাকা করে প্রায় ৪৬ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।

বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে খবর পেয়ে অফিসটিতে হানা দেয় পুলিশ। অভিযানের খবর আঁচ করতে পেরে অফিসের নিচে বিপুল অংকের টাকা নিয়ে দাড়িয়ে থাকা ঢাকা মেট্রো-গ-২৬-৭৫২৩ নাম্বারের একটি প্রাইভেট কার আইনশৃংঙ্খলা বাহিনীর অভিযান চালানোর আগেই পালিয়ে যায়।

কথিত সমাধান ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান খন্দকার মেহেদী হাসানও পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, সেসময় পুলিশ তাকে আটক করে ঝিনাইদহ সদর থানায় নিয়ে যায়। তবে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় সমাধান ফাউন্ডেশনের অর্গানাইজার ও টাকা আদায়কারী হরিণাকুন্ডু উপজেলার রথখোলা গ্রামের হায়দার হাসনাত।

সরকারের একটি গোয়ন্দা বিভাগ সুত্রে জানা গেছে, প্রায় আড়াই মাস আগে ঝিনাইদহ শহরের ব্যাপারীপাড়া জোড়াপুকুর সড়কে নিঝুম টাওয়ারে অফিস খুলে শত শত যুবক-যুবতীকে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে রেজিষ্ট্রেশন করায় সমাধান ফাউন্ডেশনের কথিত চেয়ারম্যান কালীগঞ্জ উপজেলার বারোবাজার সংলগ্ন বাদেডিহী গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে চিহ্নিত প্রতারক খন্দকার মেহেদী হাসান। এপর্যন্ত ৪৬৯ জনের রেজিষ্ট্রেশন করা হলেও দেড় শতাধীক যুবক যুবতী বিনা স্লিপে লাখ লাখ টাকা জমা দিয়েছেন। এরমধ্যে দেড়’শ যুবক যুবতী প্রায় ৪৬ লাখ টাকা দিয়েছেন।

অভিযুক্ত সমাধান ফাউন্ডেশনের কথিত চেয়ারম্যান খন্দকার মেহেদী হাসান জানিয়েছেন, তারা যুবক যুবতীদের বিভিন্ন প্রডাক্ট এমনকি ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে সহায়তা করবেন।

কিন্তু আশপাশের জেলায় খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সমাধান ফাউন্ডেশনের কথিত চেয়ারম্যান খন্দকার মেহেদী হাসান বংশগত ভাবেই প্রতারক। সারা দেশে অফিস খুলে বেকার ও অসহায় যুবকদের ভুলভাল বুঝিয়ে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে ঢাকার উত্তরার ১০ নং সেক্টরে বিপুল বিত্ত বৈভব গড়ে তুলেছেন।

প্রতারক মেহেদীর অফিসে রক্ষিত কাগজপত্র ঘেটে দেখা যায়, ঝিনাইদহের ৬ উপজেলায় ৪৬৯জন রেজিষ্ট্রেশন করেছেন। এরমধ্যে রেজিষ্ট্রারে ৩৯ জনের নাম পাওয়া গেছে। অফিসটিতে গোয়েন্দারা বৈধ কোন কাগজপত্র পাননি। সব ভুয়া ও জাল কাগজ তৈরী করে “সমাধান ফাউন্ডেশন” গঠন করা হয়েছে। অফিসে রক্ষিত কাগজপত্র ঘেটে দেখা গেছে, এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আরো যে সব প্রতারকরা জড়িত তারা হলেন, সেক্রেটারি জেনারেল এনামুল হক, এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর শহীদুল্লাহ, রজনী আক্তার, ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আব্দুল্লাহ, একেএম সাহিদুর রহমান, বিল্লাল হোসেন, সোহেল আলী, এসএম আশরাফুল্লাহ ও মাহবুবুর রহমান।

শহরের মহিষাকুন্ডু গ্রামের মিজানুর রহমান জানান, তিনি ও তার স্ত্রী তহমিনা খাতুন সমাধান ফাউন্ডেশনের কথিত চেয়ারম্যান খন্দকার মেহেদী হাসানের কাছে ৬১ হাজার, বারোবাজার এলাকার কাজল ৫ লাখ, হরিণাকুন্ডুর জোড়াপুকুর গ্রামের মাজেদা খাতুন ৩০ হাজার ৫০০, চটকাবাড়িয়া গ্রামের মিতা খাতুন ৩০ হাজার ৫০০ টাকা বিনা রশিদে জমা দিয়েছেন।

এছাড়া সদর উপজেলার লেবুতলা গ্রামের সেলিনা খাতুন, হরিণাকুন্ডু উপজেলার জোড়াপুকুর গ্রামের আফাজ, বড়ভাদড়া গ্রামের আল আমিন, অনিক, সদরের বড় গড়িয়ালা গ্রামের সোহেল রানা, শ্রীপুর গ্রামের হাসানুজ্জামান, বিল্লাল হোসেন ও কোটচাঁদপুর উপজেলার দুর্বাকুন্ডু গ্রামের সাইফুজ্জামানসহ শত শত যুবক টাকা প্রদানের কথা স্বীকার করেন। তারা সমাধান ফাউন্ডেশনের কথিত চেয়ারম্যান খন্দকার মেহেদী হাসান ও জেলা চীফ অর্গানাইজার হায়দার হাসনাতের কাছে টাকা দিয়েছেন বলে জানান।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ-আল মামুন জানান, প্রতারক চক্রের খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে যায় এবং ভুক্তভোগীর বক্তব্য রেকর্ড করে। অফিসটির কোন বৈধ কাগজপত্র না থাকায় খন্দকার মেহেদী হাসান নামে একজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় আনা হয়েছে।

অভিযানের নেতৃত্ব দেওয়া ঝিনাইদহ সদর থানার এসআই আরিফ জানান, কাগজপত্র দেখে মনে হলো সংস্থাটি প্রতারণার সঙ্গে জড়িত। সমাধান ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান খন্দকার মেহেদী হাসানের কথাবার্তা অসংলগ্ন। একেক সময় একেক তথ্য দিয়ে তিনি বিভ্রান্ত করছেন। এজন্য তাকে থানায় আনা হয়েছে। তিনি জানান, ভুক্তভোগীরা অভিযোগ দিলে পুলিশ পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহন করবে।

মুজিবনগরে নিষিদ্ধ ইনজেকশন ও অবৈধ ভারতীয় মালামালসহ চার চোরাকারবারী আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগরে অভিযান চালিয়ে ভারতীয় ফেনসিডিল, এক্যুরিয়াম ফিস ও নিষিদ্ধ ইউরিফেলিট্রপিন ইনজেকশনসহ চার চোরাকারবারী কে আটক করেছে বিজিবি।

বিজিবি ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ বুধবার ভোর ৪ টার দিকে মুজিবনগর বিওপি ক্যাম্পের হাবিলদার রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে বিজিবি সদস্যরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের সোনাপুর বাজারে অভিযান চালায়। অভিযান চলাকালে ৬২৬ টি নিষিদ্ধ ইউরিফেলিট্রপিন ইনজেকশন, ৭৫০ পিস এক্যুরিয়াম মাছ, ৫ বোতল ফেন্সিডিল ও ২ টি মোটরসাইকেলসহ ৪ চোরাকারবারিকে আটক করে।

আটককৃত হলো- মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস পূর্বপাড়ার জহির খাঁ এর ছেলে মানিক (২০), মৃত নূরবকস্ এর ছেলে লাল্টু মিয়া (৩৫), রিয়াজ মল্লিকের ছেলে জাকিরুল হোসেন (৩৩) এবং সোনাপুর মাঝপাড়া গ্রামের লৎফর রহমানের ছেলে এনামুল হক (৩৫)।

দুপুরে বিজিবি আটককৃত মালামালসহ আসামীদের মুজিবনগর থানায় হস্তান্তর করেছেন

মুজিবনগর থানার ওসি মিজানুর রহমান জানান, আজ দুপুরে মুজিবনগর

বিজিবি ৪ জন আসামিসহ জব্দকৃত মালামাল মুজিবনগর থানায় হস্তান্তর করেছে। আসামিদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ও বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা দিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

কুষ্টিয়ায় সীমান্তে বিজিবি-বিএসএফের বৈঠক

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্তে বিজিবি-বিএসএফ ব্যাটালিয়ন কমান্ডার পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কুষ্টিয়া বিজিবির ৪৭ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাহাবুব মুর্শেদ রহমানের পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, গতকাল সোমবার বিকেলে বিজিবির উদয়নগর বিওপি ও প্রতিপক্ষ জলঙ্গী বিএসএফ ক্যাম্পের ভারতের অভ্যন্তরে মাঠে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে বিজিবির পক্ষে কুষ্টিয়া বিজিবির ৪৭ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. মাহবুব মুর্শেদ রহমান ও বিএসএফের পক্ষে ভারতের রওশনবাগ বিএসএফের ১৪৬ ব্যাটালিয়নের উপ-অধিনায়ক মনহর লাল নেতৃত্ব দেন।

এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলা বৈঠকে সীমান্তে বাংলাদেশি জনসাধারণের ওপর কোনো অবস্থাতেই প্রাণঘাতী অস্ত্রের ব্যবহার বা ফায়ারিং না করা, ভারত থেকে মাদকদ্রব্যসহ নিষিদ্ধ পণ্য এবং অবৈধ অস্ত্র যাতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করতে পারে ও সীমান্ত সুরক্ষা জোরদার করার লক্ষ্যে চোরাকারবারী বা দুষ্কৃতকারীদের অবৈধ কার্যক্রম প্রতিরোধের বিষয়ে আলোচনা হয়। এসব বিষয়ে সীমান্তে বিএসএফের পক্ষ থেকে কঠোর নজরদারি ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার আশ্বাস দেওয়া হয় বলেও ওই প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়।

উভয় দেশের শান্তি ও সহযোগিতা কামনা করে অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সাক্ষাত শেষ হয়।